65903 - নফিাসরে পর ‘কপারটি’ স্থাপনরে কারণে যে নারীর রক্তপাত হচ্ছে

প্রশ্ন

রমযানরে দশদনি পূর্বে নফিাসরে রক্ত বন্ধ হয়। এরপর রমযানরে দুইদনি আগে ‘কপারটি’ স্থাপনরে জন্য তনিি মহলিা চকিৎিসকরে কাছে যান। তারপর থকেে আজকে পর্যন্ত রক্তপাত অব্যাহত আছে। এখন কি আমি রোযা রাখব ও নামায পড়ব? উল্লখ্যে, আমি এখন নামায-রোযা পালন করছি।

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

এক:

নারীর থকেে যে রক্তপাত হয় সটেরি মূল অবস্থা হলো হায়যেরে রক্ত হওয়া; যদি না সটেি ১৫দনি অতক্রিম করে। ১৫ দনি অতক্রিম করলে অধকিাংশ ফকিাহবদিদরে নকিট তা ইস্তহিাযার (রোগজনতি) রক্ত। আর কারো কারো মত, যদি মাসরে বশেরি ভাগ অংশ রক্ত অব্যাহত না থাকে তাহলে সটেি হায়যে; আর যদি বশেরি ভাগ অংশ অব্যাহত থাকে তাহলে সটেি ইস্তহিাযা।

দুই:

হায়যেরে অভ্যাসগত দনি কখনও বাড়ে, কখনও কম; কখনও এগয়িে আসে, আবার কখনও পছিয়িে যায়। এ অবস্থাগুলোতে যে রক্তপাত হবে সটো হায়যেরে রক্ত, এক্ষত্রেে এর পুনরাবৃত্তি ঘটার কোন প্রয়োজন নইে— এটি আলমেদরে দুটো অভমিতরে মধ্যে বশিুদ্ধতম মতরে ভত্তিতিে। উদাহরণস্বরূপ আপনার হায়যেরে অভ্যাস সাত দনি; সটেি দশদনি পর্যন্ত বর্ধতি হতে পার। তখন হুকুম দয়ো হবে য, সবগুলো দনি হায়য।

তনি:

‘কোপারটি’ স্থাপনরে ফলে অধকিাংশ অবস্থায় মাসকিে বশিৃঙ্খলা ঘটে— দনিরে সংখ্যা বড়েে যাওয়া, নর্িধারতি তারখিরে আগে হায়য হওয়া কংিবা হায়যেরে রক্তরে বশৈষ্ট্যি পরবির্তন ঘটা।

চার:

আপনার প্রশ্ন থকেে আমরা যা বুঝতে পরেছেি সটো হলো ‘কোপারটি’ স্থাপন করার পর রমযানরে দুইদনি আগে রক্তপাত শুরু

হয়ছে এবং আজ পর্যন্ত (৭ ই রমযান পর্যন্ত) অব্যাহত আছ। কন্তিু ইতপিূর্বে আপনার মাসকি কতদনি হত সটো উল্লখে করনেনি। আপনার পূর্বরে যে অভ্যাস ছলি সইে সময়মত কি মাসকি হয়ছে; নাকি সে সময়মত হয়নি?

এই ভূমকিাগুলোর ভত্তিতি: আপনার থকেে যে রক্তপাত হচ্ছে সটেি হায়যেরে রক্ত হসিবে হুকুম দয়ো হব। তবে যদি ১৫ দনিরে বশেি অব্যাহত থাক; তখন আপনি মুস্তাহাযা (রোগী) হসিবে গণ্য হবনে।[তবে কোন কোন আলমেরে মত, মাসরে অধকিাংশ সময় রক্তপাত অব্যাহত থাকা ছাড়া আপনি মুস্তাহাযা গণ্য হবনে না]

যদি সাব্যস্ত হয় য, আপনি ইস্তহিাযাগ্রস্ত (রোগগ্রস্ত) তাহলে আপনার অবস্থা হবে তনিটরি কোন একটি:

১। যদি আপনার হায়যেরে সুনর্দিষ্টি সময়সীমার কোন অভ্যাস থাক; তাহলে আপনি আপনার সইে পূর্ব অভ্যাসরে উপর নর্িভর করবনে এবং সম পরমিাণ দনিে হায়যে পালন করবনে। এরপর গোসল করে নামায পড়বনে। আপনার অভ্যাসগত দনিগুলোর অতরিক্তি সময়রে রক্তপাত ইস্তহিাযা।

২। আর যদি আপনার এমন কোন নয়িমতান্ত্রকি অভ্যাস না থাকে তাহলে রক্তগুলোর মধ্যে পার্থক্য নর্িণয়রে শরণাপন্ন হতে হব। হায়যেরে রক্ত হলো (প্রগাঢ়) কালো রঙরে, ঘন, দুর্গন্ধযুক্ত এবং সাধারণতঃ এর সাথে ব্যথা থাক। আর ইস্তহিাযার রক্ত হলো হালকা রঙরে ও পাতলা।

৩। যদি পার্থক্য নর্িণয় করা সম্ভবপর না হয়; তাহলে ছয়দনি বা সাতদনি হায়যে পালন করবনে। কনেনা অধকিাংশ নারীদরে এটাই হায়যেরে সময়কাল। এরপর গোসল করে নামায পড়বনে।

মুস্তাহাযা (ইস্তহিাযাগ্রস্ত নারী): রোযা রাখবনে, নামায পড়বনে এবং তার সাথে সহবাস করা যাব। প্রত্যকে ফরয নামাযরে জন্য ওয়াক্ত প্রবশে করার পর তাকে ওযু করতে হবে এবং এই ওযু দয়িে তনিি যত ইচ্ছা নামায পড়তে পারবনে।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।